151

তারিখ 30 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক বাংলা

রাজশাহী বিভাগে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা জোরদার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে—

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়, ২৯ মার্চ।– রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে গত বছরের তুলনায় এবার ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও তার উপস্থিতির হার বেড়েছে। অন্যদিকে, ছাত্রছাত্রীর ঝরে পড়ার (ড্রপ আউট) হার কমেছে।

রাজশাহী বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা দফতর থেকে জানা গেছে, ১৯৯৩ সালে রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলার প্রায় ১০ হাজার সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী বালক–বালিকা ভর্তি হয় ৪২ লাখ ১৯ হাজার ৮শ' ৮৩ জন। এর মধ্যে ২২ লাখ ৫০ হাজার ৪শ' ৭০ জন বালক এবং ১৯ লাখ ৬৯ হাজার ৪শ' ১৩ জন বালিকা। চলতি বছর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই বিদ্যালয়গুলোতে বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছে ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪শ' ৮১ জন। এর মধ্যে ২৩ লাখ ৫ হাজার ৮শ' ৬৫ জন বালক, ২০ লাখ ৬৮ হাজার ৬শ' ১৬ জন বালিকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এ বছর বিদ্যালয়গুলোতে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৫শ' ৯৮ জন বালিক–বালিকা বেশী ভর্তি হয়েছে। ছাত্রছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির এই হার শতকরা ৪ ভাগের ওপর। বিদ্যালয় গমনোপযোগী বালক বালিকা শতকরা হার এখন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ।

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমান সময়ে শ্রেণীকক্ষে ছাত্র উপস্থিতির হার বেড়েছে। গত দু'বছরে ছাত্র উপস্থিতির গড় হার ছিল শতকরা ৭০ ভাগ। গত বছর থেকে উপস্থিতির হার বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে উপস্থিতির গড় হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগে।

আগের তুলনায় বিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা ছেড়ে বালক–বালিকাদের চলে যাওয়ার হারও কমেছে বেশ কিছুটা। দু'বছর আগে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর ফিরে যেত (ড্রপ আউট) শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী। বর্তমানে এই হার কমে শতকরা ১০ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান সময়ে গণসংযোগ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়।

রাজবাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা রাজবাড়ি থেকে জানান, সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানায় একটি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এই কর্মসূচীতে রয়েছে এসব স্কুলের প্রথম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত গরীব ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুল পোশাক, বই, সিলেট, খাতাপত্রসহ শিক্ষার সকল উপকরণ বিতরণ এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে স্কুলগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা।

ইতিমধ্যেই প্রকৃত দুঃস্থ গরীব ছাত্র–ছাত্রীদের সনাক্ত করণের কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই তালিকা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হলে ছাত্রছাত্রীরা উল্লিখিত সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পাবে।

সরকারের শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচীর পাশাপাশি এই নূতন প্রকল্পে ইতিমধ্যেই গরীব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় উৎসাহী এবং অভিভাবকরাও বেশ স্বস্তি বোধ করছে। এই কর্মসূচীতে মেয়েদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সারা দেশে ১০টি জেলার ১০টি থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।